দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

শিক্ষা, পরীক্ষা না প্রহসন?

সামিরা ইসলাম মৌসি

যা 'কু' তাও শিক্ষা, যা 'সু' তাও শিক্ষা। 'কু' কিংবা 'সু' যাই হোক না কেন, শিক্ষা কী এবং কোথা হতে কিভাবে তা গ্রহণ করা যায় বা বর্জন করা যায় তাই হওয়া উচিত শিক্ষার্থীর প্রধান কর্তব্য। আর শিক্ষার্থী যখন অপরিপক্ব, অজ্ঞ, তখন তাকে দিকনির্দেশনা দিয়ে শিক্ষিত করে তোলার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিসকল— যাঁদের আমরা বলি শিক্ষাগুরু, তাঁরা ভালো ও মন্দের পার্থক্য, বর্জনীয়-গ্রহণীয়, শিক্ষার প্রকারভেদ ও ধরন এবং সমস্ত উদাহরণ শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরেন।

যেমন কালা শিশু কখনোই বুলি আওড়ায় না। কেননা বুলি সে আওড়াতে হয় তা সে জানেও না, বোঝেও না। তেমনি একজন মানুষের পক্ষে কোনো রকম পূর্বঅর্জিত জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা ছাড়া দেশ ও জাতির ইতিহাস জানা সম্ভব নয়। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার নানা বিষয়-পরিবেশ-প্রকৃতি এমনকী নিজ পরিবারের অতীতও জানা অসম্ভব। সুতরাং প্রকৃত শিক্ষার জন্য দিকনির্দেশক এবং শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক উভয় ক্ষেত্রেই একথা সমানভাবে প্রযোজ্য। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর পরিপূর্ণ ও সঠিক জ্ঞান অর্জন হলো কি না তা পরীক্ষা করাও দিকনির্দেশক বা শিক্ষাগুরুর পরম দায়িত্ব। কেননা বর্তমান শিক্ষার্থীই পরবর্তী সময়ে দিকনির্দেশক এবং সমাজ সঞ্চালক হিসেবে অবতীর্ণ হবেন। ফলে যথাযথ শিক্ষা গ্রহণ করে যোগ্য নাগরিক হয়ে ওঠা আবশ্যক। তার শিক্ষা যদি অপূর্ণ থাকে, ভুল-ভ্রান্তিতে পরিপূর্ণ হয় কিংবা সঠিক শিক্ষা না হয়, তাহলে দেশ ও জাতির চরম দুর্ভোগ নিশ্চিত। সুতরাং শিক্ষায় দিকনির্দেশনা এবং পরীক্ষার ব্যবস্থা খুবই জরুরি। তারুণ্যের আগে যেমন বার্ধক্য আসে না, তেমনি শিক্ষা লাভের আগে পরীক্ষার আগমনও অসম্ভব-অবান্তর।

তবে মগের মুল্লুকে সকলই হয়। ফলে শিক্ষার আগে পরীক্ষাও অকল্পনীয় নয়। সেখানে কুশিক্ষার স্থান শীর্ষে এবং সুশিক্ষার বালাই নেই। দিকনির্দেশক এবং শিক্ষার্থী উভয়ই নাটকের পালা গেয়ে যান। পরীক্ষা নামক নাটকের পাল্লায় পড়ে সেখানে প্রকৃত শিক্ষা গর্তে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণ করে। শুধু তাই নয়, শিক্ষাগুরুরাও নিজ দায়িত্ব ভুলে পরীক্ষাগুরু হয়ে বসেন। যেখানে শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা তাঁদের প্রধান দায়িত্ব, সেখানে পরীক্ষা গ্রহণ এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ও সর্বোচ্চ স্থান দখলে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের মূল কর্তব্য। শিক্ষার্থীদের ওপর অর্পিত অপাঙ্ক্তেয় কর্তব্যটি সমাধা করতে গিয়ে যাও সামান্য সুশিক্ষা জন্মের পর পরিবার-সমাজ থেকে তারা অর্জন করতে পেরেছিল তাও বিসর্জন দিয়ে যত কুশিক্ষা এবং মূর্খতা রয়েছে তা গ্রহণ করতে মরিয়া হয়ে ওঠে। শিক্ষার পথে যত প্রশ্ন মনে জাগে তা মনেই চেপে, গতানুগতিক ধারায় অন্যের সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টায় অন্ধ হয়ে উল্টো পথে হাঁটতে বাধ্য হয়। অর্থাৎ শিক্ষার সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে তথাকথিত বাণিজ্যিক পথ ধরতে বাধ্য করা হয়।

এই হুলস্থুল কাণ্ডে শিক্ষাগুরু তথা পরীক্ষাগুরুরাও নিজ মর্যাদা, কর্তব্য ভুলে অজ্ঞের সমপর্যায়ে এসে একই মূর্খতায় মূর্খ হয়ে বসেন। ফলে শিক্ষা সম্পর্কিত সম্পূর্ণ ব্যবস্থাটি প্রথমে প্রহসনে ও পরবর্তীকালে প্রহসনমূলক বাণিজ্যে পরিণত হয়। পরিবার-অবিভাবক-সমাজ একযোগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে এই রমরমা শিক্ষার বাজারে। আর বাণিজ্যে পরিশ্রম হেতু সকলে সমান অংশীদারিত্ব পাওয়ার অধিকার রাখে। যেহেতু পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান দখল কিংবা উত্তীর্ণ হওয়ার লক্ষ্যে শিক্ষার্থীরা যুদ্ধে তথা প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে এবং শিক্ষাগুরুরাও তাদের যোগ্য (কিংবা অযোগ্য) শিষ্যদের উত্তীর্ণ করাতে সমানভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছেন। সুতরাং শিক্ষা, বাণিজ্যে শিক্ষার্থী ও শিক্ষাগুরুর সমান দায়-দায়িত্বের অংশীদারিত্ব রয়েছে। বাণিজ্যে ক্ষতি হলো কি লাভ হলো তা যাচাই করা আমার, আমাদের সাধ্য নয়। তবে ফলস্বরূপ একটি 'মগের মুল্লুক' আমরা উপহার দিতে পারছি নিজেদের এবং সমস্ত বিশ্বকে।

ভিকারুননেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজ